ম্যাট পেইন্টিং

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

ম্যাট ইমেজ এডিটিংয়ের জগতে একটি বিশেষ অধ্যায়। চলচ্চিত্র তৈরিতে ম্যাট ইমেজ বিশেষভাবে ব্যবহার হয়, তা ছাড়া বিভিন্ন ইমেজ এডিটিংয়েও ম্যাট ইমেজের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

সাধারণত ম্যাট বলতে ক্লাপসা ইমেজকে বোঝান হয়। তবে এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে ম্যাট ইমেজ বলতে সেই সব ইমেজকে বোঝান হয়, যেগুলো সাধারণত ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে থাকে এবং যেগুলো পরিবর্তিত হয় না। যেমন : একটি চলচ্চিত্রের কোনো একটি অংশের ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করে পাহাড়ের ছবি দেয়া হলো। এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবিটি পরিবর্তিত হবে না এবং এটিই ম্যাট ইমেজ। আজকাল বিভিন্নভাবে ম্যাট পেইন্টিং করা হয়, যেমন : ম্যানিপুলেটিং ইমেজ, রেন্ডারিং থ্রিডি ইমেজ অথবা ডিজিটাল পেইন্টিং ইত্যাদি। একটি জিনিস সবসময় খেয়াল রাখা উচিত, ম্যাট ইমেজে অ্যানিমেটেড কোনো কিছু রাখা উচিত নয়।

মূল চিত্র হিসেবে চিত্র-১ নেয়া হয়েছে। এটি আসলে একটি কোলাজ। যখন অনেকগুলো ছবির খণ্ডাংশ নিয়ে একটি পূর্ণ ইমেজ তৈরি করা হয়, তখন তাকে কোলাজ বলে। এই কোলাজটি মেরু অঞ্চলের একটি ইমেজ এবং যেহেতু এটি ম্যাট এডিটিং, তাই এডিটিংয়ের শেষে কিছু মুভিং ওয়েদার ইফেক্ট সরানো হয়েছে। তবে একদম শেষে কিছু লাইট ইফেক্ট দেয়া হয়েছে এবং পাঠক নিজের ইচ্ছানুযায়ী তা পরিবর্তন করে নিতে পারেন। আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো, অনেক সময় বিভিন্ন কোলাজ ছবি নিয়ে একটি পূর্ণ ইমেজ তৈরি করতে হয় এবং তখন কোলাজ ছবিগুলো অর্থাৎ ইন্টারনেট থেকে যে ইমেজ খণ্ডাংশগুলো ডাউনলোড করবেন সেগুলোর প্রতি একটু বিশেষ নজর রাখতে হয়। যেমন : বাছাই করা সব কোলাজ ছবির পিক্সেল মান যেনো কাছাকাছি হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তা ছাড়া ইমেজগুলোর শার্পনেস, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, লাইট সোর্সের ডিরেকশন, কালার কোয়ালিটি, শ্যাডো ইত্যাদি একই রকম হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন : চিত্র-১ আসলে বিভিন্ন ইমেজ খণ্ডাংশ এবং এই খণ্ডাংশগুলোর মাঝে অনেক মিল রয়েছে। তাই এগুলো দিয়ে একটি পূর্ণ কোলাজ তৈরি করা সম্ভব।

যদি শার্পনেস নিয়ে সমস্যা হয় তাহলে ফটোশপ দিয়ে তার সমাধান করতে পারেন। ফিল্টার ট্যাবে গিয়ে স্মার্ট শার্পনেস অপশন অথবা সারফেস ব্লার অপশনে গিয়ে নিজের প্রয়োজনানুযায়ী শার্পনেস ঠিক করে নিন।

এবার বিভিন্ন ইমেজ খণ্ডাংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লেয়ার তৈরি করুন। লেয়ারগুলোর পজিশন ঠিক করুন। এবার ম্যাজিক ওয়ান্ড টুল দিয়ে প্রতিটি ইমেজ খণ্ডাংশের যে অংশটুকু দরকার নেই তা কালো কালার দিয়ে পূর্ণ করলে পরে সেগুলো সহজে ব্লেন্ড করা যাবে। এটি একটি সহজ এবং নির্ভরযোগ্য উপায়, কারণ এতে করে কোনো ইমেজের কোনো অংশই সম্পূর্ণরূপে মুছে যায় না। যদি পরে কখনও কোনো অংশের দরকার হয়, তাহলে তা সহজেই ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ফটোশপে এডিটিংয়ে এই পদ্ধতিটি অনেক কাজে দেয়। তাই এভাবে কাজ করলে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন লেয়ার এবং মাস্ক তৈরির মাধ্যমে এডিট করলে কখনও ভুল সিদ্ধান্তের কোনো ভয় থাকে না।

এবার লেয়ারগুলোকে ফোল্ডার অনুযায়ী সাজানোর সময় হয়েছে। কারণ, বিভিন্ন লেয়ারের ডুপ্লিকেট, অ্যাডজাস্টমেন্ট ইত্যাদি করলে লেয়ারগুলো নিয়ে কাজ করা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। তাই লেয়ারগুলোকে আগেই ফোল্ডারে ভাগ করে দিন। এবার প্রতিটি লেয়ারের ওপরে একটি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার তৈরি করুন এবং একটি গ্র্যাডিয়েন্ট ম্যাপ প্রয়োগ করুন (চিত্র-২)। লেয়ারগুলোর ব্লেন্ড মোড হবে ভিভিড এবং অপাসিটি হবে ৬০ শতাংশ।

লেয়ারগুলোর বিভিন্ন নাম দিন। যেমন : রক, লেফট ক্লিফ, স্নো, লাইট হাউস, আইস ইত্যাদি। লেয়ারগুলোর জন্য একটি করে হিউ/স্যাচুরেশন লেয়ার যুক্ত করুন এবং প্রতিটি ইমেজের স্যাচুরেশন কমিয়ে দিন, যাতে করে ছোটখাটো ইফেক্টগুলো চোখে না পড়ে। পরে এডিটিংয়ের সবশেষে লেয়ারগুলোর স্যাচুরেশন প্রয়োজনমতো একটু কমানো-বাড়ানো যাবে, যাতে সব লেয়ার সুন্দর এবং নিখুঁতভাবে ব্লেন্ড করতে পারে। তা ছাড়া বাস্তবে দেখা যায় কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্যে যত দূরের ছবি থাকে সেগুলো তত ডিস্যাচুরেটেড হয়ে যায়। তাই এখানে প্রথমে সবগুলো লেয়ারকে ডিস্যাচুরেট করা হয়েছে এবং পরে প্রয়োজনমতো অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার প্রয়োগ করা যাবে। চিত্র-৩ এবং চিত্র-৪-এ দেখানো হয়েছে কিভাবে ইমেজের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ফোল্ডারে রাখা হয়েছে। ফোল্ডারগুলোর নাম হতে পারে মিড ডাউন, মিড লেফট মাউন্টেইন, মিড রাইট মাউন্টেইন ইত্যাদি। এবার যে অংশে টাওয়ারটি আছে, সেই অংশের ফোল্ডারের ওপর একটি হিউ/স্যাচুরেশন লেয়ার তৈরি করুন। লেয়ারের ব্লেন্ড মোড লাইটে সিলেক্ট করুন। এবার উজ্জ্বল ও কালো জায়গা থেকে থাকলে, তা এডিট করুন এবং একটু কালার কারেকশন করুন, যাতে পুরো ছবিকে একই রকম কালারের মনে হয়। তবে অনেকক্ষণ ধরে কালার নিয়ে কাজ করলে একসময় চোখ অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তখন অল রং পরিবর্তন আর ধরা পড়ে না। এমন অবস্থায় অবশ্যই একটু বিরতি নেয়া প্রয়োজন। অথবা অন্য কোনো ছবি থেকে মাথা ফ্রেশ করা যায়।

এবার ছবিটিতে কিছু আইস, স্নো ইত্যাদি যুক্ত করতে হবে, যাতে ছবিটি আরও বাস্তব মনে হয়। এবার কিছু অতিরিক্ত জিনিস যোগ করতে হবে। ছবিটি এখন যে অবস্থায় আছে তাতে খুব একটা বাস্তব মনে হচ্ছে না। অন্ধকার এবং উজ্জ্বল ▸

চিত্র-০১

চিত্র-০২

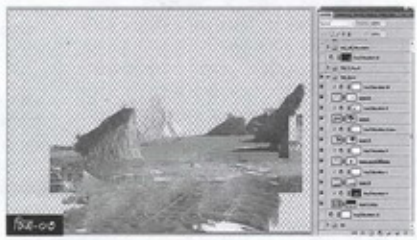
চিত্র-০৩

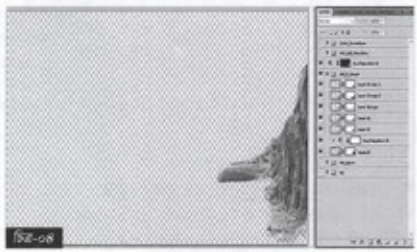
চিত্র-০৪

জায়গাগুলোর পার্থক্য বাড়িয়ে দিন অর্থাৎ ভ্যালু বাড়িয়ে দেয়া হলে ছবিটি আরও বাস্তব মনে হবে। তার আগে একবার দেখা প্রয়োজন পুরো ছবিতে আলোর উৎস কোন দিকে অর্থাৎ আলো কোন দিক থেকে আসছে। এ জন্য পুরো ছবিকে সাদাকালো করে দিলে আলোর পার্থক্যগুলো ভালো বুঝা যাবে। তাই সবার ওপরে একটি হিউ/স্যাচুরেশন লেয়ার যুক্ত করুন এবং পুরো ছবি সাদাকালো করে দিন। ছবিটিতে ডান দিক থেকে আলো আসছে। এখন হিউ/স্যাচুরেশন লেয়ারটি অফ করে দিয়ে অন্ধকার এবং উজ্জ্বল অংশগুলোর পার্থক্য ফুটিয়ে তুলুন। এখানে ছবির বিভিন্ন অংশের বাম পাশ অন্ধকার হয়ে থাকবে যেহেতু আলোর উৎস ডান দিকে। এটাও খেয়াল রাখতে হবে টাওয়ারটি একদম কিনারে অবস্থিত, যা একটু অদ্ভুত দেখাচ্ছে। কারণ, একদম কিনারে কোনো টাওয়ার থাকলে বরফ ভেঙে যাওয়ার কথা। সুতরাং যদি কোনো পাথরখণ্ড যুক্ত করার প্রয়োজন হয় তাহলে করতে হবে। তা ছাড়া টাওয়ারটি যে একেবারে কিনারে আছে এটি লুকানোর জন্য টাওয়ারের গোড়ায় কিছু কুয়াশা দেয়া যেতে পারে। তাহলে ছবিটি পুরো প্রাকৃতিক মনে হবে

চিত্র-০৫

চিত্র-০৬

(চিত্র-৫)।

এবার টাওয়ারটির শ্যাডো এডিট করতে হবে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, টাওয়ারের উপরের দিকে যেমন শ্যাডো আছে, নিচের দিকে তেমন নেই। যেন হঠাৎ করে নাই হয়ে গেছে। সুতরাং কিছুটা শ্যাডো যুক্ত করতে হবে এবং এমনভাবে যুক্ত করতে হবে, যাতে দেখে মনে হয় শ্যাডটি ধীরে ধীরে নিচের দিকে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ছবিটির সামনের দিকে যে অংশগুলো আছে সেগুলোর কন্ট্রাস্ট বাড়িয়ে দিন এবং দূরের অংশগুলোর কন্ট্রাস্ট ক্রমান্বয়ে কমিয়ে দিন। ছবিটির টোন এখানে নীল। কিন্তু একই রকম টোন অনেক সময় ভালো নাও লাগতে পারে। সে ক্ষেত্রে দর্শকের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য ছবিটির মূল অংশ টাওয়ারটিতে এবং এর আশপাশের কিছু অংশে হাল্কা কমলা (নীল রংয়ের বিপরীত) টোন দিন। এর জন্য যে অংশটুকুর টোন পরিবর্তন করতে হবে, তা সিলেক্ট করে একটি নতুন লেয়ার তৈরি করুন এবং টোন পরিবর্তন করে তা ব্লার করে অথবা কমলা টোনের ধারগুলো ব্রাশ অফ করে নিচের লেয়ারের সাথে মার্জ করে দিন। ছবির মাঝ বরাবর কিছু কুয়াশা যুক্ত করতে হবে। এ জন্য ইন্টারনেট থেকে কুয়াশার কিছু ছবি ডাউনলোড করুন এবং একটি নতুন লেয়ার খুলে তাতে পেস্ট করুন। লেয়ারের টোন পরিবর্তন করে খুবই হাল্কা কমলা করে দিন এবং অপাসিটি ৬০ শতাংশে কমিয়ে আনুন। প্রয়োজনানুসারে অপাসিটি বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে (চিত্র-৬)।

ডিফল্ট ক্যাটাগরি

(৮৮ পৃষ্ঠার পর)

Uninstall প্রোগ্রাম। Uninstall প্রোগ্রাম বেছে নিলে কমপিউটারে ইনস্টল করা প্রোগ্রামের একটি লিস্ট আবির্ভূত হবে। এবার যে প্রোগ্রামটি কখনই ব্যবহার করা হয় না তা খুঁজে বের করতে পারবেন খুব সহজেই। কলাম যেভাবে বিন্যাস করা হয় ইচ্ছে করলে আপনি তা পরিবর্তন করতে পারবেন। যখন প্রোগ্রাম ইনস্টল করা হয় তখন কলাম বিন্যাসিত হয় name, size... ইত্যাদি হিসেবে।

উইন্ডোজ ভিস্তা ও উইন্ডোজ ৭-এর ক্ষেত্রে বাম ক্লিক করে একটি প্রোগ্রাম সিলেক্ট করুন এবং এরপর আপনাকে শতভাগ নিশ্চিত হয়ে Yes-এ ক্লিক করতে হবে প্রোগ্রাম অপসারণ করার জন্য। যদি উইন্ডোজ কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায়, তাহলে আবার Yes-এ ক্লিক করতে হবে কাঙ্ক্ষিত প্রোগ্রামকে সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করার জন্য।

এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে, উইন্ডোজ এক্সপির ক্ষেত্রে এ ধরনের কাজ করতে চাইলে কী করতে হবে। এ জন্য কন্ট্রোল প্যানেল ওপেন করে খুঁজে বের করতে হবে Add বা Remove Programs ক্যাটাগরি। তারপর Add বা Remove Programs-এ বাম ক্লিক করলে কমপিউটারে ইনস্টল করা প্রোগ্রামের লিস্ট আবির্ভূত হবে তথা লোড হবে। এবার অপসারণ করার জন্য কাঙ্ক্ষিত প্রোগ্রাম খুঁজে বের করে বাম ক্লিক করে সিলেক্ট করুন। এক্সপি প্রোগ্রামকে হাইলাইট করে এবং প্রদর্শন করে Remove বাটন। এবার Remove বাটনে ক্লিক করার পর যখন নিশ্চিতকরণ ডায়ালগবক্স আবির্ভূত হবে তখন Yes-এ ক্লিক করতে হবে।

কন্ট্রোল প্যানেলের আরও গভীরে

উইন্ডোজের কন্ট্রোল প্যানেলের অনেক সেটিং আছে গুপ্ত অবস্থায়। এসব সেটিংয়ের অবস্থান একমাত্র তারাই জানেন, যারা উইন্ডোজের ডিজাইনের সাথে সম্পৃক্ত। এসব সেটিং সর্বসাধারণের জন্য সবসময় উপযোগী নয়। তবে ইচ্ছে করলে এমন সেটিং এক্সপ্লোর করতে পারবেন। ধরুন, আপনি মাউস সংশ্লিষ্ট সেটিং এক্সপ্লোর করতে যাচ্ছেন। এ জন্য এক্সপি ব্যবহারকারীদের এক্সপ্লোর করতে হয় বা ক্ল্যাসিক ভিউতে সুইচ করতে হয়। তবে ভিস্তা এবং উইন্ডোজ ৭ ব্যবহারকারীরা কন্ট্রোল প্যানেলের মধ্য থেকেই সার্চ করতে পারবেন। এ জন্য মূল উইন্ডোজ থেকে ব্যবহারকারীকে ওপরে ডান দিকে Search Control Panel ফিল্ডে ক্লিক করে mouse টাইপ করতে হবে। এর ফলে কিছুক্ষণ পর উইন্ডোজ মাউসসংশ্লিষ্ট সব কন্ট্রোল প্যানেল সেটিং প্রদর্শন করবে।

আমরা অনেকেই স্বাভাবিকভাবে কোনো কিছুর গভীরে ঢুকতে চাই না বা জানতে চাই না। কন্ট্রোল প্যানেলের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় যথার্থরূপে। অথচ উইন্ডোজ যেভাবে কাজ করে, তা জানার চাবি হলো কন্ট্রোল প্যানেল। কন্ট্রোল প্যানেল এত গুরুত্বপূর্ণ যে এ বিষয়ে ভালো জ্ঞান রাখা দরকার প্রায় সব ব্যবহারকারীরই।

স্টার্ট বাটন থেকে কন্ট্রোল প্যানেল আইটেম চালু করা

কন্ট্রোল প্যানেলে আপনি কী খোঁজ করছেন এ সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে কী? কন্ট্রোল প্যানেলকে দ্রুতগতিতে পেতে চাইলে উইন্ডোজ ৭ এবং ভিস্তা উভয় ক্ষেত্রে আপনাকে সার্চ করতে হবে Start বাটন ব্যবহার করে।

এজন্য Start বাটনে ক্লিক করে সার্চবক্সে কিছু টাইপ করলেন। ধরুন 'firewall', 'mouse', 'user accounts', 'parental controls', 'power option' ইত্যাদি। এর ফলে মূল মেনুর ফলাফল লিস্টে প্রদর্শিত হবে সংশ্লিষ্ট কন্ট্রোল প্যানেল আইটেম। এটি সব আইটেমে কাজ করবে না ঠিকই, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজ করে। এটি কন্ট্রোল প্যানেলে দ্রুতগতিতে অ্যাক্সেসের জন্য সহজ উপায়।

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com

www.comjagat.com

'কমজগৎ ডট কম' বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় ও তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল। এতে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রথম ও বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা, যা ১৯৯১ সালের মে মাস থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।